কন্যাশ্রী ক্লাবের নির্দেশিকা

কন্যাশ্রী প্রকল্প

নারী ও শিশু বিকাশ এবং সমাজ কল্যাণ দপ্তর

পশ্চিমবঙ্গ সরকার

ইউনিসেফ দ্বারা অনুমোদিত

সূচীপত্র

প্রশিক্ষকদের উদ্দেশ্যে 2
নির্দেশিকা প্রসঙ্গে 4
কন্যাশ্রী ক্লাব কি? 5
কন্যাশ্রী ক্লাবের রূপরেখা 6
ক্লাবের সদস্য সংখ্যা 6
ক্লাব সদস্যদের মনোনয়ন 6
ক্লাবের গঠন 7
ক্লাব সদস্যদের সময়কাল 7
প্রশিক্ষক নির্বাচন 7
দায়িত্ব ও কর্তব্য 8
কন্যাশ্রী ক্লাবের কর্মপদ্ধতি 11
কন্যাশ্রী ক্লাবের মিটিং 11
অন্য ছাত্র-ছাত্রীদের যুক্ত করে কন্যাশ্রী ক্লাবের সদস্যদের নানান অনুষ্ঠান 12
পরিবার ও এলাকাবাসীদের যুক্ত করে নানা অনুষ্ঠান 13
কন্যাশ্রী ক্লাবের কর্মসূচীর তালিকা 14
কন্যাশ্রী ক্লাবের রেকর্ডস 18
সদস্যদের বর্ণনা 18
লিডারদের বর্ণনা 19
বাৎসরিক কাজের ক্যালেন্ডার 20
ক্লাব জার্নাল 21
ক্লাব মিটিংয়ের উপস্থিতি 22
নোট 23

প্রশিক্ষকদের উদ্দেশ্যে

কিশোরী মেয়ে ও নারীদের আত্মমর্যাদা বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে কন্যাশ্রী প্রকল্প পশ্চিমবঙ্গ সরকারের একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। নারী, তাদের পরিবার ও উত্তরাধিকারীদের ভগ্ন স্বাস্থ্য ও আর্থ-সামাজিক পশ্চাৎপদতার অন্যতম কারণ বাল্যবিবাহ। এই সামাজিক কুপ্রথাকে সম্পূর্ণ বিলুপ্ত করার জন্যই কন্যাশ্রী প্রকল্পের সূচনা।

কন্যাশ্রী প্রকল্পের উদ্দেশ্য অত্যন্ত প্রাঞ্জল ও সুস্পষ্ট: 'বাল্যবিবাহ রোধ করো, শিক্ষার দিকে এগিয়ে চলো'। এই বক্তব্যকে বাস্তবায়িত করার জন্য কন্যাশ্রী প্রকল্পের দুটি সুবিধা: বাৎসরিক অনুদান (K-1) এবং এককালীন ভাতা (K-2)। ১৮ বছর বয়স পর্যন্ত অবিবাহিত কিশোরী যারা তাদের পড়াশোনা চালিয়ে যাচ্ছে, তাদের এই অনুদান দেওয়া হয়। আমরা জানি বাল্যবিবাহ প্রতিরোধ আইন ২০০৬ অনুযায়ী মেয়েদের বিয়ের বয়স ন্যূনতম ১৮ বছর হতে হবে। মেয়েদের সার্বিক কল্যাণার্থে তাদের পঠনপাঠন চালিয়ে যেতে ও অবিবাহিত থাকতে উৎসাহিত করা এই প্রকল্পের উদ্দেশ্য।

বয়ঃসন্ধিকালে কিশোরীরা বিভিন্ন অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে বিকশিত হয়ে ওঠে। এগুলোর মধ্যে আছে আর্থ-সামাজিক স্বাধীনতা, নিজস্বতার বিকাশ, পরিণত বয়সের সম্পর্ক ও ভূমিকা নির্দিষ্ট করার উপযোগী দক্ষতা ও যুক্তিগ্রাহ্যভাবে ভাবতে শেখা। এই সময় হল তাদের বড় হয়ে ওঠার ভিত।

বয়ঃসন্ধিকালে ছেলে ও মেয়ে বা তাদের পরিবার ও মা-বাবার থেকে পৃথক একটা নিজস্বতা গড়ে তোলার প্রচেষ্টায় থাকে। এই বয়সে ক্রমশঃ তাদের সমসাময়িকদের প্রতি নানা মত ও ধারণা বিনিময়ের প্রবল আকর্ষণ এবং মানসিক ও সামাজিক স্তরে নিজের স্থান নির্দিষ্ট করার চেষ্টা প্রবল হয়।

কন্যাশ্রী প্রকল্প বিদ্যালয়ে ক্লাব গঠনের মাধ্যমে বয়ঃসন্ধিকালীন সমবয়সী কিশোরীদের সাথে একটা দল গঠন করে ও সঠিক মূল্যবোধ গড়ে তোলার মাধ্যমে যথাযথ ধারণাকে কাজে লাগিয়ে সামাজিক প্রেক্ষাপট তাদের মানসিকতা গঠনে সাহায্য করে।

১. কন্যাশ্রী ক্লাবের সুরক্ষিত পরিবেশে মেয়েরা নতুন জিনিস শেখার, খোঁজার আর সংশ্লিষ্ট বিষয়ে তৎপর হওয়ার সুযোগ পায়।

২. নিজেদেরই নির্দিষ্ট করা কর্মপদ্ধতির মাধ্যমে কন্যাশ্রী ক্লাবের সদস্যরা নেতৃত্ব দেওয়া, পারস্পরিক সহযোগিতা, পরিকল্পনা, আলোচনা, বিরোধ নিষ্পত্তি ও অন্যান্য জীবনশৈলী শিখতে পারে।

৩. কন্যাশ্রী ক্লাবের সদস্যরা তাদের বন্ধু, পরিবার এবং এলাকার কাছে খবরাখবরের উৎস ও ভরসাস্থল। ক্রমশঃ তারা সমাজ পরিবর্তনের প্রতিনিধি হয়ে ওঠে।

নির্দেশিকা প্রসঙ্গে

২০১৩ সালে এই প্রকল্প শুরুর সময় থেকেই কন্যাশ্রী ক্লাব গঠন-এর একটি স্বকীয় অংশ। যে কন্যাশ্রী ক্লাবগুলি এখন চালু আছে সেগুলো নোডাল শিক্ষকদের দ্বারা পরিচালিত এবং সর্বোপরি কন্যাশ্রী মেয়েদের উদ্যোগ ও উৎসাহে সচল। তাদের অভিজ্ঞতা থেকেই এই নির্দেশিকা তৈরি হয়েছে।

শিক্ষাকেন্দ্রে কন্যাশ্রী ক্লাব গঠন ও পরিচালনা করার নির্দেশিকা হিসেবে এই বইটি প্রকাশ করা হল। এই রূপরেখাকে অক্ষুন্ন রেখে শিক্ষাকেন্দ্রের সম্পদ ও পারিপার্শ্বিক এলাকার প্রয়োজনীয়তা এবং কিশোরীদের আগ্রহ ও সৃজনশীলতার ভিত্তিতে শিক্ষাকেন্দ্রগুলি তাদের উদ্ভাবনী চিন্তাভাবনা দিয়ে এই কার্যপ্রণালীর পরিমার্জন করতে পারে।

কন্যাশ্রী ক্লাবে অংশগ্রহণ করা একটি উপভোগ্য ও পারস্পরিক সহযোগিতামূলক অভিজ্ঞতা, এটা কোনো প্রতিযোগিতার বিষয় নয়।

কন্যাশ্রী ক্লাব কি?

১. একজন কন্যাশ্রী মেয়ে কোনো দলের সদস্য হয়ে সময় বিশেষে/সময়মত মিলিত/একত্রিত হয়ে বিশেষ কোনো উদ্দেশ্যে একসাথে কাজ করার জন্যই কন্যাশ্রী ক্লাব গঠন।

২. প্রত্যেকটি মাধ্যমিক/উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয়ের কন্যাশ্রী মেয়েরা অন্ততঃ একটি করে কন্যাশ্রী ক্লাব গঠন করবে।

৩. কন্যাশ্রী ক্লাবের সদস্যরা নিজেদের মধ্যে পূর্বনির্ধারিত বা তাৎক্ষণিক মিটিং করে সারা বছর তাদের কর্মসূচি চালিয়ে যাবে।

৪. বিদ্যালয়ের অন্যান্যদের সাথে নিয়ে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন অনুষ্ঠান পরিকল্পনা ও পরিচালনা করবে।

৫. এলাকার মানুষদের সচেতনতা বৃদ্ধি ও উৎসাহ প্রদানের জন্য কন্যাশ্রী ক্লাব বিভিন্ন অনুষ্ঠানের পরিকল্পনা ও পরিচালনা করবে।

কন্যাশ্রী ক্লাবের রূপরেখা

কন্যাশ্রী ক্লাবের সদস্য সংখ্যা

১. প্রত্যেক কন্যাশ্রী ক্লাব ন্যূনতম ৬ জন ও সর্বাধিক ২১ জন সদস্য নিয়ে গঠিত হবে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে/বিদ্যালয়ে কন্যাশ্রী ক্লাবের সদস্য ও কন্যাশ্রী মেয়েদের অনুপাত হবে ১:১০। যে সব বিদ্যালয়ে বেশি সংখ্যক মেয়ে পড়ে তারা দরকার হলে একাধিক কন্যাশ্রী ক্লাব গঠন করতে পারে।

২. প্রত্যেক শ্রেণী (অষ্টম থেকে দ্বাদশ পর্যন্ত) থেকে কন্যাশ্রী ক্লাবে অন্ততঃ একজন করে প্রতিনিধি থাকবে। যে সব শ্রেণীতে একাধিক বিভাগ আছে সেক্ষেত্রে প্রত্যেক বিভাগ থেকে একজন করে প্রতিনিধি ক্লাবের সদস্য থাকবে।

৩. যদি কোনো বিদ্যালয়ে একাধিক বিভাগ (প্রাতঃ বিভাগ, দিবা বিভাগ, সান্ধ্য বিভাগ ইত্যাদি) থাকে, তবে প্রত্যেক বিভাগের আলাদা আলাদা কন্যাশ্রী ক্লাব গঠন করা হবে।

কন্যাশ্রী ক্লাবের সদস্য মনোনয়ন

১. কন্যাশ্রী ক্লাব গঠনের সময় প্রত্যেক শ্রেণী শিক্ষিকা তার শ্রেণী থেকে একজন কন্যাশ্রী মেয়েকে কন্যাশ্রী ক্লাবের সদস্য হিসেবে মনোনীত করবেন।

২. মনোনয়ন পাকা করার আগে শ্রেণী শিক্ষিকা মনোনীত কন্যাশ্রী মেয়েটিকে ক্লাব সদস্যদের দায়িত্ব বিষয়ে বোঝাবেন।

৩. মনোনীত কন্যাশ্রী মেয়েটির বাবা-মা/অভিভাবকদের তার ক্লাবের সদস্য হওয়ার বিষয়ে যেন আপত্তি না থাকে তা দেখতে হবে।

ক্লাবের গঠন

১. প্রত্যেক ক্লাবের লিডার ও একজন ডেপুটি লিডার থাকবে। ক্লাব সদস্যরা নিজেদের মধ্যে থেকে এই দুজনকে মনোনীত করবে।

ক্লাবের সদস্যদের সময়কাল

১. একবার ক্লাব সদস্যরা মনোনীত হলে বিদ্যালয়ে থাকাকালীন সময় পর্যন্ত তাদের সদস্যপদ বজায় থাকবে। মেয়েরা বিদ্যালয় ছাড়ার সময়ে তাদের সদস্যপদও চলে যাবে ও নতুন মেয়েরা নীচের শ্রেণী থেকে যোগ দেবে।

২. যদি কোনো সদস্যের ১৮ বছর বয়স হওয়ার আগে বিয়ে হয়ে যায় তবে সে সদস্য হিসেবে অযোগ্য বিবেচিত হবে।

৩. যদি কোনো মেয়ে তার সদস্যপদ বজায় রাখতে অনিচ্ছুক হয় তবে সে শ্রেণী শিক্ষিকার অনুমতিক্রমে তা করতে পারে। যদি কোনো মেয়ে সদস্য পদ স্বেচ্ছায় ত্যাগ করে অথবা সদস্য হিসেবে কোনো কারণে অযোগ্য প্রমাণিত হয়, তবে শ্রেণী শিক্ষিকা তার জায়গায় অন্য কোনো কন্যাশ্রী মেয়েকে সদস্য হিসেবে মনোনীত করবেন।

প্রশিক্ষক নির্বাচন

প্রত্যেক কন্যাশ্রী ক্লাবে ক্লাবের কর্মকান্ডের নির্দেশ দেওয়ার জন্য একজন প্রশিক্ষক থাকবেন। এই পরামর্শদাতা শিক্ষিকা হওয়াই বাঞ্ছনীয়। তাকে অবশ্যই সৃজনশীল, উদ্দীপনাসম্পন্ন ও নিরপেক্ষ হতে হবে। দেখতে হবে প্রয়োজনে মেয়েরা যেন তার কাছে সহজে যেতে পারে। সর্বোপরি, তাকে কন্যাশ্রী মেয়েদের মানসিক ও সামাজিক বিকাশের বিষয়ে উৎসাহী ও সময় দিতে আগ্রহী হতে হবে।

দায়িত্ব ও কর্তব্য

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের/বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক	প্রশিক্ষক
• ক্লাবের প্রশিক্ষক হিসেবে একজন শিক্ষক নিয়োগ। • ক্লাব মিটিংয়ের জন্য নিয়মিত সময়ও স্থান নির্দিষ্টকরণ। • শ্রেণী শিক্ষকদের বিচক্ষণতার সঙ্গে ক্লাব সদস্য মনোনয়ন করতে পরামর্শদান। • কন্যাশ্রী বাৎসরিক কর্মসূচির ক্যালেন্ডার তত্ত্বাবধান করা এবং এই কর্মসূচির বাস্তবায়নে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া। • অন্যান্য শিক্ষক-শিক্ষিকাদের যুক্ত করা, বিশেষতঃ সেই সময় যখন কন্যাশ্রী ক্লাব বিদ্যালয়ের/শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অন্য ছাত্র-ছাত্রীদের এবং এলাকার মানুষদের জন্য কোনো কর্মসূচি নেবে।	• ক্লাবের লিডার ও ডেপুটি লিডারকে কর্মসূচি পরিকল্পনা এবং রূপায়ণে সাহায্য করা। • কন্যাশ্রী ক্লাব যেসব শিক্ষামূলক উপকরণ নিজেদের দলের মধ্যে বা বাইরে বিলি করবে তা তথ্য ও তত্ত্বগতভাবে ঠিক কিনা তা দেখা। • কন্যাশ্রী ক্লাবের কার্যাবলী সম্পর্কে প্রধান শিক্ষক ও অন্যান্য শিক্ষকদের নিয়মিত ওয়াকিবহাল রাখা।

ক্লাব লিডার ও ডেপুটি লিডার	অন্যান্য সদস্য
• কন্যাশ্রী ক্লাবের বাৎসরিক কর্মসূচির ক্যালেন্ডার অনুযায়ী কার্যাবলী পরিকল্পনা ও পরিচালনায় নেতৃত্ব প্রদান। • নিয়মিত মিটিংয়ে কন্যাশ্রী ক্লাবের সদস্যদের হাজিরার বিষয়টি দেখাশোনা করা। • টিফিনের সময়ে অথবা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান/বিদ্যালয়ের ছুটির পরে ক্লাব সদস্যদের সাথে কার্যাবলীর পরিকল্পনা করা যাতে সুষ্ঠুভাবে তা পরিচালনা করা যায়।	• বাৎসরিক কর্মসূচির ক্যালেন্ডার তৈরি করতে সাহায্য করা। • কন্যাশ্রী ক্লাবের মিটিংগুলিতে উপস্থিত থেকে সক্রিয়ভাবে যোগদান করা। • ক্লাব জার্নাল বানানো, উপস্থিতি গ্রহণ ও অন্যান্য রেকর্ড রাখা ইত্যাদি বিষয়সহ কন্যাশ্রী ক্লাবের কার্যাবলীতে ব্যক্তিগতভাবে দায়িত্ব বহন করা। • নিজেদের শ্রেণীতে, পরিবার ও এলাকায় বিভিন্ন বিষয়ে অগ্রণী হয়ে নিজেদের পরিবর্তনের দূত হিসেবে প্রতিষ্ঠা করা।

সামাজিক সুরক্ষা ও বিকাশকে বাধা দেয় এমন বিষয়গুলো যেমন নারী-পুরুষের ভেদাভেদ ও অন্য সামাজিক প্রতিকূলতার ক্ষেত্রে মেয়েদের সহায়তা ইত্যাদি ক্ষেত্রে কন্যাশ্রী ক্লাবের সব সদস্য সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করবে।

আনুষ্ঠানিক মিটিং ছাড়াও কর্মসূচির পরিকল্পনা ও রূপায়ণের জন্য কন্যাশ্রী ক্লাব দরকার মতো নিজেদের মধ্যে মিটিং করবে।

লিডার ও ডেপুটি লিডার অন্যান্য সদস্যদের সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ রাখবে ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান/বিদ্যালয়গুলিকে যেকোনোভাবে সাহায্য করার জন্য সদস্যদের তারা উৎসাহিত করবে।

सत्यमेव जयते
পশ্চিমবঙ্গ সরকার

শিশু বিকাশ দপ্তর এবং নারী উন্নয়ন ও সমাজ কল্যাণ দপ্তর

আমি কন্যাশ্রী

**পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কন্যাশ্রী প্রকল্পের একজন অংশীদার হতে পেরে আমি অত্যন্ত গর্বিত।
এই প্রকল্পের লক্ষ্যই হল আমার মত মেয়েদের অধিকার দান।**

– কন্যাশ্রী প্রকল্পকে সফল করে তুলতে আমার অঙ্গীকার–

১ আমি ১৮ বছর বয়স পর্যন্ত আমার পড়াশোনা– বৃত্তিমূলক বা কারিগরী প্রশিক্ষণ চালিয়ে যাব এবং সম্পূর্ণ করবো।

২ আমার কন্যাশ্রীর সময়সীমা শেষ হলে আমি স্বনির্ভর হতে দৃঢ় ভাবে চেষ্টা করব।

৩ আমি কখনও ১৮ বছরের আগে বিবাহ করব না, আর অপ্রাপ্ত বয়সে বিবাহের কুফল সম্পর্কে অভিবাবক, আত্মীয় জন আর সমাজের সকলকে বোঝাবো।

৪ আমি শিক্ষা আর স্বনির্ভর হয়ে ওঠার জন্য ‘কন্যাশ্রী’ কর্মসূচির প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে সকলকে জানাবো, উৎসাহিত করব আর সক্রিয়ভাবে সকলকে এই প্রকল্পে যুক্ত হবার জন্য উদ্যোগ নেব।

কন্যাশ্রী ক্লাবের কর্মপদ্ধতি

কন্যাশ্রী ক্লাবের মিটিং

১. কন্যাশ্রী ক্লাবের সদস্যরা মাসে অন্ততঃ দুবার মিটিং করবে। মিটিংয়ের সময়সীমা অন্ততঃ ২ ঘণ্টা হবে।

২. প্রত্যেক মিটিংয়ের প্রাক্কালে ক্লাবের লিডার ও ডেপুটি লিডার প্রশিক্ষকের সঙ্গে বসে মিটিংয়ের আলোচ্যসূচি নির্ধারিত করবেন।

৩. নিম্নলিখিত বিন্যাসে মিটিংগুলো পরিচালিত হবে—

ক) প্রারম্ভিক ভাষণে ক্লাব লিডার মিটিংয়ের আলোচ্যসূচি নির্ধারণ করবেন। যদি কোনো নতুন সদস্য থাকেন তাকে বা তাদের আনুষ্ঠানিকভাবে স্বাগত জানানো হবে। তারা কন্যাশ্রী ক্লাবের অঙ্গীকারপত্র সকলের সামনে জোরে জোরে পাঠ করবেন।

খ) কন্যাশ্রী ক্লাবের কার্যাবলীর ক্যালেন্ডার অনুযায়ী প্রশিক্ষক ও লিডাররা পরিকল্পনা মাফিক মিটিং পরিচালনা করবে।

গ) যদি কোনো মেয়ে ক্লাবের সদস্যপদ ত্যাগ করে অথবা বিদ্যালয়/শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ছেড়ে চলে যায় তাকে এই মিটিংয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে বিদায় জানানো হবে।

৪. মিটিংয়ের এই উপকরণগুলিকে ব্যবহার করতে হবে:

ক) কন্যাশ্রী অঙ্গীকারপত্র

খ) কিশোরী কিট, বিশেষতঃ মেয়েদের মডিউলের জন্য শিক্ষণীয় খেলাগুলি

গ) লাইব্রেরী আর ইন্টারনেট থেকে পাওয়া তথ্য

ঘ) পরিবার ও এলাকার থেকে আহৃত তথ্য

অন্য ছাত্র-ছাত্রীদের যুক্ত করে বিভিন্ন সময়ের কার্যকলাপ

১. স্কুলের অন্যান্য ছাত্র-ছাত্রীদের সঙ্গে কন্যাশ্রী মেয়েরা কিভাবে যোগাযোগ রাখবে:

ক) তিনমাস অন্তর অন্ততঃ একবার কোনো বড় মিটিংয়ের মাধ্যমে;

খ) টিফিনের সময় অথবা ক্লাসের পরে ক্লাসরুমে ছোট ছোট আলোচনা করে।

২. এখানে যে যে কাজগুলি করতে হবে:

ক) পোস্টার বানানো ও একটি কন্যাশ্রীর তথ্য সমৃদ্ধ বোর্ড বানানো;

খ) প্রাসঙ্গিক বিষয়ে ক্যুইজ, প্রদর্শনী, নাটক, বিতর্ক প্রভৃতির আয়োজন করা;

গ) অন্য ছাত্র-ছাত্রীদের সঙ্গে LGG খেলার আয়োজন করা;

পরিবার ও এলাকার মানুষকে যুক্ত করে বিভিন্ন সময়ের কার্যকলাপ

১. কন্যাশ্রী ক্লাব সদস্যরা তাদের এলাকার মানুষদের সাথে প্রতি তিন মাস অন্তর আনুষ্ঠানিক এলাকাভিত্তিক আলোচনা অথবা কোনো সামাজিক বিষয়ের উপর বছরভর কর্মসূচিগ্রহণের মাধ্যমে যোগাযোগ বজায় রাখব।

২. এই কর্মসূচিগুলির মধ্যে থাকবে প্রত্যেকের বাড়ি বাড়ি যাওয়া, সচেতনমূলক অনুষ্ঠান, মা-বাবাদের সঙ্গে মিটিং, স্থানীয় প্রশাসনের সঙ্গে মিটিং, স্থানীয় পুলিশ স্টেশনে বিভিন্ন বিষয় নিয়ে যাওয়া ইত্যাদি।

কন্যাশ্রী ক্লাবের কর্মসূচির তালিকা

নিম্নলিখিত কার্যক্রমগুলি কন্যাশ্রী ক্লাবের কার্যাবলীর উদাহরণস্বরূপ দেওয়া হল। ক্লাব সদস্যরা তাদের উৎসাহ ও প্রয়োজন অনুযায়ী এগুলিকে নিজেদের সুবিধামত সাজিয়ে নিতে পারে। প্রশিক্ষকের পরামর্শ অনুযায়ী তাৎক্ষণিক গুরুত্বের বিচারে কোনো প্রাসঙ্গিক শিক্ষামূলক কাজে নিযুক্ত হয়ে তারা এই পাঠক্রমের বাইরেও স্বচ্ছন্দে কাজ করতে পারে।

কন্যাশ্রী ক্লাব	বিদ্যালয়/শিক্ষা প্রতিষ্ঠান	পরিবার ও এলাকায়
বাল্যবিবাহ রোধ ও বিদ্যালয়/শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ছুট রোধ		
সকল কন্যাশ্রী ক্লাব সদস্য অঙ্গীকারবদ্ধ থাকবে যে তারা– • অন্ততঃ ১৮ বছর বয়স পর্যন্ত বাল্য বিবাহ রোধ ও পড়াশোনা চালিয়ে যাওয়ার বিষয়টি সবাইকে বলবে; • সহপাঠী যদি পরপর কিছুদিন বিদ্যালয়ে অনুপস্থিত থাকে তবে তার ব্যাপারে খোঁজখবর করবে কারণ এই মেয়েরা বাল্যবিবাহ বা বিদ্যালয়ছুটের শিকার হতে পারে; • বাল্যবিবাহের খবর পেলে তা বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে জানাবে ও তাদের সহায়তায় পরিবার যাতে বিয়ের জন্য ১৮ বছর বয়স পর্যন্ত অপেক্ষা করে তা তাদের বোঝাবে; যদি পরিবার এক্ষেত্রে সহযোগিতা না করে তবে তারা বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের দায়িত্ব স্থানীয় প্রশাসনের সাহায্য নেবে; • বিদ্যালয় ছুট মেয়ে এবং তার পরিবারকে ১৮ বছর বয়স পর্যন্ত পড়াশোনা চালিয়ে যাওয়ার ব্যাপারে বোঝাবে।	• বিদ্যালয়ে/শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সবাইকে বাল্যবিবাহ রোধ শপথ বাক্য পাঠ করানো হবে; • একটা পোস্টার টাঙাতে হবে যেখানে সাহায্যকারী সংস্থার যেমন চাইল্ড লাইন, স্থানীয় পুলিশ স্টেশন ইত্যাদির প্রতিনিধিদের ফোন নম্বর থাকবে; • বাল্যবিবাহ প্রতিরোধ আইন ২০০৬-এর আইনি প্রতিবিধানগুলির উপর পোস্টার টাঙানো হবে; • 'এখন বিয়ে নয়' শীর্ষক বাল্যবিবাহ প্রতিরোধমূলক ভিডিওটি দেখানোর ব্যবস্থা করা হবে ও বিষয়টির ওপর আলোচনা করা হবে।	• নাটক, গান ও দেওয়াল লিখনের মাধ্যমে এলাকায় সচেতনতা উদ্যোগ নেওয়া হবে; • অঞ্চল প্রশাসন ও পুলিশের সাথে যোগাযোগের মাধ্যমে বাল্যবিবাহের খবর পাওয়ার নেটওয়ার্ক তৈরি হবে; • সমবয়সীদের কারো কোনো ঝুঁকি থাকলে বিষয়টি বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ, অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী ও আশা কর্মীদের নজরে আনতে হবে।

সরকারি প্রতিষ্ঠান শিক্ষামূলক ভ্রমণ

- যে সরকারি প্রতিষ্ঠানে যাওয়া হবে তার বিষয়ে জানা ও তথ্য সংগ্রহ করতে হবে;
- বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে শিক্ষামূলক ভ্রমণের পরিকল্পনা ও সাহায্য করতে হবে।

- শিক্ষামূলক ভ্রমণকালীন সময়ে রিসোর্স পার্সন হিসেবে কাজ করতে হবে;
- ভ্রমণের পরে বাকি ছাত্র-ছাত্রীদের যারা ভ্রমণের সুযোগ পায়নি, তাদের জন্য এই বিষয়ে সচেতনতামূলক অনুষ্ঠানের আয়োজন করতে হবে।

- পরিবারে ব্যাঙ্ক, পোস্ট অফিস ও অনুরূপ কাজের দায়িত্ব গ্রহণ করবে;
- পঞ্চায়েত, অন্যান্য প্রশাসনিক অফিসের অথবা রেশনের দোকানে গিয়ে পরিবারের কাজগুলি করবে;
- পরিবারের সবার সরকারি কাগজপত্র ইত্যাদি ঠিকঠাক রাখতে হবে।

পুষ্টি

LGG খেলার আয়োজন করা হবে;

- 'খাবার ও পতাকা'
- 'কিভাবে রক্তাল্পতা প্রতিরোধ করবে'

- ক্লাস অথবা টিফিনের সময় 'খাবার ও পতাকা' খেলার (LGG) আয়োজন করা হবে;
- বিদ্যালয়ে তরিতরকারির বাগান/ মাশরুম চাষের ব্যবস্থা করা হবে।

- অঙ্গনওয়াড়ি কর্মীদের অনুমতিক্রমে মায়েদের মিটিংয়ে LGG খেলার আয়োজন করা হবে;
- বাড়িতে তরিতরকারির বাগান/ মাশরুম চাষের ব্যবস্থা করা হবে।

স্বাস্থ্য ও স্বাস্থ্যবিধান

- তাড়াতাড়ি ছড়িয়ে পড়ে এমন অসুখগুলো সম্পর্কে ও হাত ধোওয়া, মাস্ক পরা এবং অন্যান্য রোগ প্রতিরোধক অভ্যাসগুলি জানা ও জানানো হবে;
- "কি করে ডায়েরিয়া প্রতিরোধ ও চিকিৎসা করতে হয়" এবং "হাত ধোওয়া অভ্যাস করতে হয়" নামক LGG খেলার আয়োজন করতে হবে।

- LGG খেলার গানের সাহায্যে সঠিকভাবে হাত ধোওয়া শেখানো হবে;
- বিদ্যালয়ের শৌচালয়ের, রান্নাঘরের, বর্জপদার্থ সংগ্রহ স্থান ইত্যাদির পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখা হবে এবং সাবান, জল ও অন্যান্য স্বাস্থ্যবিধানের সুবিধাগুলি যাতে পাওয়া যায় সেই বিষয়ে বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে সতর্ক করতে হবে।

- বাড়িতে স্বাস্থ্যকর অভ্যাসগুলি সঠিকভাবে পালনের ক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকা নিতে হবে;
- রসায়ন শিক্ষকের পরামর্শ নিয়ে সাবান বানিয়ে গরীব পরিবারের মধ্যে বিতরণ করতে হবে;
- ম্যালেরিয়া, ডেঙ্গু ও অন্যান্য মরসুমি অসুখ গুলি বিষয়ে সচেতনতা ও প্রতিরোধমূলক উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।

কন্যাশ্রী ক্লাব	বিদ্যালয়/শিক্ষা প্রতিষ্ঠান	পরিবার ও এলাকায়
বয়ঃসন্ধিকালীন যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্য		
নিচে বর্ণিত শিক্ষামূলক LGG খেলাগুলি খেলাতে হবে: • "শরীরকে জানা" • "মেয়েদের শরীর কিবাবে কাজ করে • "ঋতুকালীন স্বাস্থ্যবিধি" • "গর্ভরোধক ব্যবস্থাগুলি কিভাবে কাজ করে" • "যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্য ও কিশোরীদের অধিকার"	বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের সঙ্গে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি নিশ্চিত করার জন্য কাজ করা: • সমস্ত মেয়েদের ঋতুকালীন (মাসিক) স্বাস্থ্য বিষয়ক দ্রব্যগুলি পাওয়ার ক্ষেত্রে সহজলভ্যতা থাকবে এবং এই বিষয়টি কোনো দায়িত্বপ্রাপ্ত শিক্ষিকা অথবা কন্যাশ্রী ক্লাবের সদস্যরা দেখবে; • ব্যবহৃত দ্রব্যগুলি যাতে স্বাস্থ্যসম্মতভাবে ফেলা হয় সেই ব্যাপারে সচেতনতা বাড়াতে হবে।	• ঋতুকালীন সময় সম্পর্কে বিভিন্ন ভ্রান্ত ধারণাকে দূর করতে হবে এবং সেই কারণে এই বিষয়েমা-বাবা, ভাই-বোন, এলাকাবাসী ও স্বনির্ভরগোষ্ঠী ইত্যাদি দলের সদস্যদের জন্য সচেতনতামূলক প্রচার ও শিক্ষার আয়োজন করতে হবে।
খেলাধূলা ও শারীরিক কার্যকলাপ		
• ক্যারম, দাবা, খোখো, কাবাডি, ভলিবল, ফুটবল ইত্যাদি খেলার আয়োজন করতে (খেলার স্থান ও সরঞ্জামের উপর নির্ভর করে) হবে।	• বিদ্যালয়ে খেলার টুর্নামেন্ট আয়োজন করা হবে; • এলাকার কোনো মার্সাল আর্ট (জুডো, ক্যারাটে, উসু প্রভৃতি) জানা ব্যক্তিকে ডেকে সাধারণ কিছু আত্মরক্ষার কৌশল দেখানো হবে।	• ব্লক প্রশাসনকে বলে আন্তঃবিদ্যালয় টুর্নামেন্টের আয়োজন করানো হবে।
পেশা ও দক্ষতার বিকাশ		
• বৃত্তিমূলক, গবেষণামূলক, উচ্চশিক্ষার ও প্রতিযোগিমূলক পরীক্ষার বিষয়ে মেয়েদের দক্ষতার বিকাশ ঘটাতে হবে; • এলাকার দক্ষতা বৃদিধর সুযোগ বিষয়ে জানাতে হবে; • ছোটোখাটো উৎপাদন ইউনিট যাতে মেয়েরা একসাথে যোগদান করতে পারে সেইসব পণ্য বিষয়ে সাধারণ বাজারের সন্ধান করতে হবে।	• পেশা ও দক্ষতা বৃদ্ধির সুযোগগুলো লিখে পোস্টার টাঙাতে হবে।	• ব্লক প্রশাসনের সহায়তায় ব্লক পেশা ও দক্ষতা প্রদর্শনের (কন্যাশ্রী ক্লাবের মেয়েদের তৈরি জিনিসের প্রদর্শনী সহ) মেলার আয়োজন করা হবে।

পরিবেশগত সচেতনতা ও সংরক্ষণ কর্মসূচি

নিম্নলিখিত বিষয়গুলি সম্পর্কে জানা:

- প্রাকৃতিক সম্পদ যা পুনর্ব্যবহারযোগ্য বা পুনর্ব্যবহারযোগ্য নয়;
- শক্তির দূষণকারী ও অদূষণকারী রূপ;
- বৃক্ষরোপণ;
- বর্জ্য ব্যবস্থাপনা;
- এলাকাভিত্তিক জরুরি কোনো পরিবেশগত বিষয়।

- ২২ এপ্রিল 'পৃথিবী দিবস' ও ৭ জুন 'বিশ্ব পরিবেশ দিবস' বিদ্যালয়ে পালন করতে হবে;
- পরিবেশ বিষয়ে সচেতনতামূলক অনুষ্ঠান করতে হবে;
- বিদ্যালয়ে বর্জ্য পদার্থগুলিকে তার প্রকার অনুযায়ী আলাদা করে ফেলার ব্যবস্থা করতে হবে।

- বাড়িতে বর্জ্য পদার্থ তার প্রকার অনুযায়ী আলাদা করে ফেলার ব্যবস্থা করা;
- ভিজে বর্জ্যের সাহায্যে জৈব সার তৈরি করা হবে;
- স্থানীয় প্রশাসনের অনুমতিক্রমে এলাকার কোনো পুকুর বা অন্য কোনো জায়গাকে সকলের জন্য দৃষ্টান্তমূলকভাবে পরিচ্ছন্ন ও সুরক্ষিত রাখতে হবে।

অন্যান্য কাজ

- এলাকা থেকে অতিথি বক্তাদের জন্যবিভিন্ন প্রাসঙ্গিক বিষয়ে বক্তব্য রাখতে আমন্ত্রণ জানানো হবে।

- বিদ্যালয়ে প্রজাতন্ত্র দিবস, কন্যাশ্রী দিবস, শিশু দিবস, কন্যাশিশু দিবস ইত্যাদি পালন করা হবে।

- বয়স্কদের জন্য শিক্ষামূলক ক্লাস চালু করতে হবে;
- বিদ্যালয়ছুটদের জন্য প্রাথমিক শিক্ষামূলক ক্লাস চালু করতে হবে।

কন্যাশ্রী ক্লাব-রেকর্ড

সদস্যদের বর্ণনা

ক্রমিক সংখ্যা	নাম	ক্লাবে যোগ দেওয়ার তারিখ	বয়স	শ্রেণী	ক্লাব ত্যাগ করার তারিখ

লিডারদের বর্ণনা

ক্লাব লিডার			
ক্রমিক সংখ্যা	কবে থেকে	কবে পর্যন্ত	নাম
ডেপুটি লিডার			
ক্রমিক সংখ্যা	কবে থেকে	কবে পর্যন্ত	নাম

বাৎসরিক কাজের দিনপঞ্জী

আমরা এই বছর কি করব ?			
মাস	আমাদের ক্লাবে	আমাদের বিদ্যালয়ে/শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে	আমাদের এলাকায়
জানুয়ারি			
ফেব্রুয়ারি			
মার্চ			
এপ্রিল			
মে			
জুন			
জুলাই			
আগস্ট			
সেপ্টেম্বর			
অক্টোবর			
নভেম্বর			
ডিসেম্বর			

ক্লাব জার্নাল

কাজের নাম		
আমরা এই বছর কি করব ?	এটা ক্লাবে/বিদ্যালয়ে/অন্য কোথাও করেছি	কতজন ক্লাব সদস্য এতে যোগদান করেছিল ?
কবে এই কাজ আমরা করছি ?		
আমাদের কাজটির বিষয়ে ছোট বর্ণনা		
যে বিষয়গুলো পরিচালনা করা কঠিন ছিল		
আমরা কি এই কাজটা আবার করবো ?		
যদি হ্যাঁ হয় তবে কাজটিতে কি কোনো পরিবর্তন আনবো ?	যদি না হয় তবে কেন এই কাজটি আমরা করবো না ?	

জার্নালটি লিখেছে:

তারিখ:

ক্লাব মিটিংয়ে উপস্থিতি

মিটিংয়ের তারিখ: ______________________ স্থান: ________________

ক্রমিক সংখ্যা	নাম	শ্রেণী	আমার মিটিং ভালো লেগেছে				
			খুব	কিছুটা	জানি না	সেরকম না	একেবারেই না

নোট :

নোট :

কন্যাশ্রী প্রকল্প

কিশোরী মেয়েদের ক্ষমতায়নের একটি প্রকল্প

নারী ও শিশু বিকাশ এবং সমাজ কল্যাণ দপ্তর

পশ্চিমবঙ্গ সরকার